سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ

(٦٥)

৬৫- সূরা আত্ তালাক্

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ②

২। হে নবী ! যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও, তখন তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত কাল গণনা কর এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর । তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিও না এবং তাহারাও যেন বাহির হইয়া না যায়, যদি না তাহারা প্রকাশ্য কোন অশ্লীল কাজ করে । অতএব এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, এবং যে আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ লংঘন করে বস্তুতঃ সে নিজের উপরই যুলুম করে । তুমি জান না, হয় তো আল্লাহ্ ইহার পর নতুন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দিবেন ।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ③

৩। অতঃপর যখন তাহারা তাহাদের নির্ধারিত ইদ্দতের শেষ সীমায় উপনীত হয় তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় ন্যায়-সংগতভাবে রাখ অথবা তাহাদিগকে ন্যায়-সংগতভাবে বিদায় করিয়া দাও, এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ, এবং আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কর । সেই ব্যক্তিকে এই উপদেশ প্রদান করা হইতেছে যে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে। এবং যে আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে— তিনি তাহার জন্য কোন না কোন উদ্ধারের পথ করিয়া দিবেন ।

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ④

৪। এবং তিনি তাহাকে এমন দিক হইতে রিয্‌ক দিবেন যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না । এবং যে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, তিনি তাহার জন্য যথেষ্ট । নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করিয়া থাকেন । আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন ।

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ

৫। এবং তোমাদের স্ত্রীগণ হইতে যাহারা ঋতুস্রাব সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গিয়াছে, যদি (তাহাদের ইদ্দত সম্বন্ধে) তোমরা

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝

সন্দেহ কর, তাহা হইলে তাহাদের ইদ্দত কাল হইল তিন মাস এবং যাহারা ঋতুবতী হয় নাই তাহাদের জন্যও (এই ইদ্দতই)। এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দত কাল হইল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত । এবং যে আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তিনি তাহার জন্য তাহার বিষয়কে সহজ সাধ্য করিয়া দেন ।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ۝

৬। ইহাই আল্লাহ্‌র আদেশ যাহা তিনি তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন । এবং যে আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে তিনি তাহার নিকট হইতে তাহার (কৃত-কর্মের) সকল অনিষ্টকে দূরীভূত করিয়া দেন এবং তাহার পুরস্কারকে বর্দ্ধিত করিয়া দেন ।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۚ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۝

৭। তোমরা তাহাদিগকে (তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে) সেইখানে বাস করিতে দিও যেখানে তোমরা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাস করিয়া থাক এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিও না যাহাতে তোমরা তাহাদের জন্য সংকট সৃষ্টি কর (এবং ঘর ছাড়িতে বাধ্য কর)। এবং যদি তাহারা গর্ভবতী হয় তাহা হইলে তাহাদের জন্য খরচ বহন কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সন্তান প্রসব করে । অতঃপর যদি তাহারা তোমাদের জন্য (শিশুগণকে) স্তন্য পান করায় তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক দাও, এবং পরস্পরের মধ্যে ন্যায়-সংগতভাবে পরামর্শ (করিয়া স্থির) কর; এবং যদি তোমরা পরস্পর অসুবিধার সম্মুখীন হও তাহা হইলে তাহাকে (শিশুকে পিতার পক্ষ হইতে) অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য পান করাইবে ।

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

৮। স্বচ্ছল ব্যক্তি নিজ স্বচ্ছলতা অনুযায়ী (স্তন্য-দায়িনীকে) খরচ দিবে । এবং যাহার উপর তাহার রিয্‌ক সংকীর্ণ করা হইয়াছে সে উহা হইতে খরচ করিবে যাহা আল্লাহ্ তাহাকে দিয়াছেন । আল্লাহ্ কাহাকেও তাহার সেই সামর্থ্য ব্যতিরেকে বোঝা অর্পণ করেন না যাহা তিনি তাহাকে দান করিয়াছেন । অচিরেই আল্লাহ্ তাহাকে অস্বচ্ছলতার পর স্বচ্ছলতা দান করিবেন ।

১
৮]
১৭

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝

৯। এবং কত জনপদই না তাহাদের প্রতিপালকের এবং তাঁহার রসূলগণের আদেশ অমান্য করিয়াছিল, ফলে আমরা তাহাদের হিসাব গ্রহণ করিয়াছিলাম—কঠোর হিসাব এবং তাহাদিগকে আযাব দিয়াছিলাম—নিকৃষ্টতর আযাব ।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ⑨

১০। সুতরাং উহারা উহাদের কৃত-কর্মের সমুচিত শাস্তি ভোগ করিয়াছিল এবং উহাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিকরই হইয়াছিল।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ⑩

১১। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, হে বুদ্ধিমানগণ, যাহারা ঈমান আনিয়াছ। আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন এক স্মারক—

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ⑪

১২। এক রসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যেন সে —যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে— তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া নূরের দিকে লইয়া আসে। এবং যে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে— তিনি তাহাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তথায় তাহারা সদা বসবাস করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহার জন্য উৎকৃষ্ট রিয্ক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑫

১৩। আল্লাহ্ই তো সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের অনুরূপ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তাঁহার আদেশ নাযেল হইতেছে যেন তোমরা জানিতে পার যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান, এবং আল্লাহ্ জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

২ [৫] ১৮